বিবেক-জীবন, ডিসেম্বর ২০০৮

সম্পাদকীয়

এখনও করা যায়

চন্দ্রযানের সাফল্যে ভারতবর্ষ গর্বিত । অন্যদিকে অনাহার অর্ধাহারে কিন্তু আজও কোটি কোটি মানুষ জর্জরিত । সরকারী হিসাবে দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে ত্রিশ কোটি মানুষ । সাধারণ মানুষের অবস্থার আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় ১৭৭ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৪ থেকে ১২৭-এর মধ্যে ওঠা নামা করে । বছর বছর এই সমীক্ষার আয়োজন করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ উন্নয়ন প্রকল্প (UNDP) । রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিশুকল্যাণ বিভাগ (UNICEF)-এর এক বছর আগের প্রতিবেদন অনুসারে এ দেশের ৪৭% শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে । সারা পৃথিবীর অপুষ্ট শিশুর অর্ধেকের বেশী বাস করে এই দক্ষিণ এশিয়ায় । সম্প্রতি আর একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা হয়েছে দরিদ্র দেশগুলোর অনাহার অপুষ্টির বিষয়ে । এই সমীক্ষায় ৮৮টি দেশের 'বিশ্ব বুভুক্ষা মানাঙ্ক' (Global Hunger Index) নির্ধারণ করা হয়েছে । এই মানাঙ্ক অনুসারে ভারতের স্থান হয়েছে ৬৬ । ভারতের নীচে রয়েছে বাংলাদেশ, জিম্বাবোয়ে, জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া প্রভৃতি ২২টি দেশ । রোয়ান্ডা, কঙ্গো, নেপাল প্রভৃতি ছোট ছোট দেশ ভারতের ওপরে স্থান পেয়েছে ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে চেষ্টা চলছে, তা প্রধানতঃ ওপর তলার মানুষের জন্য । প্রায় ৭০ % মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষিনির্ভর । তাতে উন্নতির উদ্যোগ নেই বললে চলে । সর্বশিক্ষা অভিযান ও স্কুলে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খাবার দেবার আয়োজনে কোটি কোটি টাকা ঢালা হলেও আশানুরূপ কাজ হচ্ছে না । স্কুলে নাম লেখানো বেড়েছে, তবে শিক্ষা কি হচ্ছে আর তার ফলে অন্ততঃ জীবিকার্জনে কতোটা সুবিধা হচ্ছে, তা কারোর বিচার্য বিষয় নয় । গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষকে বছরে অন্ততঃ ১০০ দিন কাজের সুযোগ করে দিতে হবে বলে আইন হয়েছে, প্রকল্প হয়েছে । সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আক্ষেপ করে বলেছেন, দুর্নীতির ফলে সে কাজ ব্যাহত হচ্ছে । চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। ভাল চিকিৎসা অতি স্বল্প সংখ্যক মানুষের জোটে । শহর থেকে দূরে গেলে সেটা অপ্রাপ্য শুধু নয়, অভাবনীয় । শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ১.২৭ কোটি । বেসরকারী হিসাবে তার দ্বিগুণ বা চার গুণ । এদের কম টাকায় অনেক বেশী খাটানো যায় । শিশু বয়সেই তাদের শৈশব কেড়ে নেওয়া হয়েছে । লক্ষ লক্ষ শিশু ভয়াবহ পরিবেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। কে বোঝে তাদের কষ্ট ? সরকার নির্বাক দর্শক । এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের । তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা সর্ববিষয়ে দেশের কর্ণধার হবে, কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের বেদনা অনুভব করার শিক্ষা তারা পায় না বাড়ীতে বা স্কুল-কলেজে । তাদের ভুলিয়ে রাখার, বিপথে নিয়ে যাবার রাশি রাশি উপকরণ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে গণমাধ্যমগুলো। ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন আমাদের মুক্ত অর্থনীতিতে স্বীকৃত !

জাতীয় স্তরে সরকারী উদ্যোগে একটা বিপুল পরিবর্তন আনতে না পারলে দেশের এই দৈন্য ঘুচবে না । এখন তা করার মতো মানুষ নেই । সরকার ও তার প্রশাসন ব্যবস্থা যাঁরা চালান, তাঁদের কারোর হৃদয়ে দেশের যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি হয় শুনলে চমকে উঠতে হবে । রাজনীতি ও দুর্নীতি সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে । বিপুল অর্থবল ও পশুবল এর পরিপোষক । স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে কেউ রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, এমন ব্যতিক্রম লাখে একজন থাকতে পারেন । দেশের কল্যাণে কাজের উদ্যোগ ও দক্ষতা অসাধারণ কোনো প্রশাসকের মধ্যে দেখে সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হয় । ব্যতিক্রমীদের পথ দুর্গম । ব্যবসায়-রাজনীতি-প্রশাসন-পুলিশ-সমাজবিরোধী দুষ্টচক্রে অভিমন্যুবধ বিরল নয় । গণতন্ত্রের মিথ্যা অভিনয় জনসাধারণ ধরে ফেলেছে । কিন্তু তারা ভাষাহীন বিক্ষিপ্ত জনসমষ্টি মাত্র । দীর্ঘ বঞ্চনার অভিঘাতে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ আর রাজনীতিক প্ররোচনায় ধর্মীয় ও প্রাদেশিক বিদ্বেষবিষ ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত । উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ,

মহারাষ্ট্র, আসামে সম্প্রতি যে নৃশংসতার উন্মাদনা দেখা গেল, তাতে সরকারের প্রতিক্রিয়া -- নিষ্প্রাণের নিষ্কম্প দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে 'গভীর শোক' ব্যক্ত করা !

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে ইয়োরোপ সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, তা এখন স্বাধীন ভারতের প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে : ''পার্থিব সমস্ত বিষয়ে অত্যাচার প্রচন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে । দেশের সব সম্পদ ও ক্ষমতা অল্পসংখ্যক লোকের হাতে, যারা নিজেরা কাজ করে না, কিন্তু কোটি কোটি মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এই ক্ষমতাবলে তারা সমগ্র পৃথিবীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করতে পারে । ধর্ম ও অন্যান্য সব কিছু তাদের পদতলে । তারা শাসনকর্তা, তাদের স্থান সকলের ওপরে । পাশ্চাত্ত্য জগৎ মুষ্টিমেয় শাইলকের দ্বারা পরিচালিত (শেক্সপীয়রের নাটকে এক হৃদয়হীন বিত্তবান মহাজনের নাম শাইলক) । সাংবিধানিক শাসনপদ্ধতি, স্বাধীনতা, মুক্তি, পার্লামেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে তোমরা যে সব কথা শোনো, সেগুলো নিছক বাজে কথা ছাড়া কিছুই নয় । পাশ্চাত্ত্যের জনসাধারণ এই শাইলকদের অত্যাচারে আর্তনাদ করছে।''

এই পরিস্থিতি যারা তৈরী করেছে আর যারা নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থেকে তা হতে দিয়েছে, তাদের দিয়ে এর পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয় । সে চেষ্টাটা হবে চেয়ারে বসে চেয়ার তোলার মতো । উপায় হল -- এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নতুন আশা, নতুন প্রাণ সঞ্চার করা । সমস্যার মূলে আছে সৎ নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ী সহানুভূতিশীল মানুষের অভাব । সেই চরিত্রের অভাব, যা অন্যের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের শক্তি যোগায় । অতএব, যারা জাতির বেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে অস্থির হয়, এই দুরবস্থা দূর করতে যারা বদ্ধপরিকর, তাদের একমাত্র ব্রত হোক দেশের যুবশক্তিকে জনকল্যাণ ও আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা । একমাত্র এভাবেই সারা দেশে একটা নতুন হাওয়া বইয়ে দেওয়া সম্ভব । স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''ত্যাগ ও সেবা ভারতের জাতীয় আদর্শ । এই দু দিক দিয়ে জাতিকে শক্তিশালী করে তোলো । তাহলে আর সব কিছু আপনা থেকেই হবে ।'' ''অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন ।'' স্বামীজীর এসব কথা অনেকে পড়েছেন । পড়ে অনেকে মনে করেছেন এ কথাগুলো নিলে দেশের ভাল হবে । কিন্তু বাস্তবে এ নিয়ে যে কাজটা হওয়া দরকার, তা কিন্তু এখনও করা হয় নি ।

এই প্রেরণায় সমগ্র জাতিকে সঞ্জীবিত করার জন্য আজ প্রয়োজন একটি শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন । এটিই মহামন্ডলের প্রচেষ্টা । এই কাজে বিশাল সংখ্যক শিক্ষিত যুবককে একত্রিত করতে হবে । স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতেই নিহিত আছে সেই আদর্শ, সেই প্রেরণা, সেই তেজ, সেই অপার প্রেম ও তীব্র সহানুভুতি, যা আধুনিক যুগের যুবকদের নবচেতনায় সঞ্জীবিত করতে পারে । ভগিনী নিবেদিতা, নেতাজী সুভাষ প্রমুখের জীবন তার প্রমাণ । এখন এমন 'নতুন মানুষ' চাই বহু সংখ্যায়, যারা মানুষকে ভালবাসবে, তাদের বেদনা তীব্রভাবে অনুভব করবে, তাদের কল্যাণের জন্য যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকবে । মুষ্টিমেয় শাইলকের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে এরাই পারবে দরিদ্র অজ্ঞ অত্যাচারিত জনসাধারণের মুখে হাসি ফোটাতে ।